আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না।

সূরা আল ইমরান ২৭

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ১৯ মার্চ ২০২৬ ॥ ২৯ রমজান ১৪৪৭ ॥ ০৫ চৈত্র ১৪৩২ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৩০৫ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

ঈদের ছুটিতেও বাসভবন থেকে দাপ্তরিক কাজে সক্রিয় প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটির মধ্যেও দাপ্তরিক কাজে সক্রিয় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রাজধানীর গুলশানের ২ এর পাতায় দেখুন

পরাজিত প্রার্থীদের দায়িত্ব দিয়ে সরকার 'কোটার' পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পরাজিত প্রার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে সরকার কার্যত কোটাভিত্তিক নিয়োগের সংস্কৃতি চালু করছে বলে অভিযোগ ২ এর পাতায় দেখুন

ক্ষমা চেয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ফেসবুক পোস্ট

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, 'আমার কোনো কথা বা কাজে অনিচ্ছাকৃতভাবে ২ এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকের ম্যানেজিং কমিটি ১২ সদস্যের, থাকবেন মেম্বার-কমিশনারও

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরিচালনা কমিটি করার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিয়ে নীতিমালা ২ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেলো ১৩শ' পরিচ্ছন্নতাকর্মী

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

কয়েকদিন আগেও যাদের বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে অনিশ্চিয়তার মধ্যে ছিল ঈদ উৎসব। এবার তাদের মুখেই ফুটেছে হাসি। বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুরে বরিশাল শহরের টাউন হলে আয়োজিত সভার মধ্যে দিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনের ১৩৭৮ জন পরিচ্ছন্নতা শ্রমিকের মাঝে তুলে দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঈদ উপহার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উপহার বিতরণ করেন বিসিসি প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরিন। এসময় তিনি পরিচ্ছন্ন কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'এই শহর আপনাদের। এই শহরটা আপনাদের বাড়ি। এটা পরিষ্কার রাখা আপনাদের দায়িত্ব। আপনাদের সব দাবি আদায়ে ২ এর পাতায় দেখুন

ঈদ-উল ফিতরের প্রস্তুতি ও সুন্নাহসম্মত আনন্দ

মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ

পবিত্র মাহে রমজানের আজ ২৯তম দিবস। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার কঠোর পরিশ্রম শেষে মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ দান করেছেন পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ মানেই আনন্দ, তবে মুমিনের কাছে এই আনন্দ কেবল ভোগবিলাসের নয়, বরং এটি রবের সন্তুষ্টি অর্জনের এক শুকরিয়া জ্ঞাপনের উৎসব। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল মেডিকেলে অগ্নিকাণ্ড ও রোগীর মৃত্যু: দুটি তদন্ত কমিটি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড ও দুই রোগীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে পৃথক কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বুধবার জেলা প্রশাসনের পক্ষে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ও হাসপাতাল থেকে ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বরিশাল জেলা প্রশাসক খায়রুল আলম সুমন। তিনি বলেন, "যে দুই জন রোগী মারা গেছে, তাদের আগুনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তবুও বিষয়টি গুরত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। তারা কিভাবে মারা গেছে বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়া ২ এর পাতায় দেখুন

ছুটির নোটিশ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকা ১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখ থেকে ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তাই ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। আগামী ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ থেকে যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় ছুটির সময়ে অনলাইন বিভাগ চালু থাকবে।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

লঞ্চের চাপায় দুইজন নিহত, নিখোঁজ দুই

কীর্তনখোলা ডেস্ক

রাজধানীর সদরঘাটে নৌ দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত এবং আরও দুইজন নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নৌকা থেকে লঞ্চে ওঠার সময় হঠাৎ আরেকটি লঞ্চের চাপায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয় এবং আরও কয়েকজন পানিতে পড়ে যান। বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যাত্রীরা একটি ছোট নৌকা থেকে লঞ্চে উঠছিলেন। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া আরেকটি লঞ্চের ধাক্কায় নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং কয়েকজন যাত্রী নদীতে পড়ে যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও নৌ-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ দুইজনকে উদ্ধারে তল্লাশি চালাচ্ছে। এদিকে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর সদরঘাট এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য নৌ চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করে। এ ঘটনায় নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত শেষে প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাঁদ দেখা যায়নি সৌদি আরবে ঈদ ২০ মার্চ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সৌদি আরবে বুধবার (১৮ মার্চ) শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। এর ফলে সেখানে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে আগামী শুক্রবার (২০ মার্চ)। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে এবার ৩০ রোজা পূরণ করেই শেষ হবে পবিত্র রমজান মাস। সৌদির জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস ও গালফ নিউজ। এদিকে, সৌদি আরবের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সৌদি শ্রম আইনের বিধান অনুসারে বেসরকারি এবং অলাভজনক খাতের কর্মচারীদের জন্য ঈদের ছুটি বুধবার (১৮ মার্চ) থেকে শুরু হবে এবং চারদিন স্থায়ী হবে।

ইরান যুদ্ধে বিশ্বজুড়ে যেভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি এখন দ্বিমুখী সংকটের মুখে। গত ২ মার্চ ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডস কর্পসের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ইব্রাহিম জাবারি ঘোষণা করেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ করা হয়েছে। এই নৌপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবহন হয়। এই ঘোষণার পর তেলের দাম একলাফে ১০০ ডলার প্রতি ব্যারেল ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তেলের পাশাপাশি একটি অন্য সংকটও সামনে আসছে, তা হলো সারের ঘাটতি। এর কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশ্বের বাণিজ্যিক ইউরিয়ার প্রায় অর্ধেক এবং অন্যান্য অনেক ধরনের সারই উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে রপ্তানি হয়। সুতরাং এই অঞ্চলে ব্যাঘাতের ফলে বিশ্বজুড়ে কৃষি কার্যক্রম বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বরিশালবাসীকে জেলা জামায়াত আমীরের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও বরিশাল জেলা আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার বরিশালবাসীকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বুধবার (১৮ মার্চ) সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় তিনি এই শুভেচ্ছা জানান। বিবৃতিতে জেলা আমীর বলেন, কুরআন নাজিলের মাস পবিত্র রমাদান আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছে। মানুষের মাঝে আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে এক মাস পবিত্র সিয়াম সাধনার পরে আনন্দের বার্তা নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের দুয়ারে সমাগত। তিনি বর্তমানে পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন এবং সেখান থেকে বরিশালবাসীসহ সকলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ দোয়া করছেন। মাওলানা আবদুল জব্বার ঈদের এই আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, ঈদুল ফিতর সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল ২ এর পাতায় দেখুন

দুমকিতে পরিবহনের সুপারভাইজারকে জরিমানা

দুমকি প্রতিনিধি

পটুয়াখালী-ঢাকা রুটে ঈদ যাত্রীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি অর্থ আদায় করার দায়ে ডলফিন পরিবহনের সুপারভাইজার কাওছার হোসেনকে (৩৫) ২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পাগলা এলাকায় পটুয়াখালীর সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজন বসাকের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা করেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, ৭৫০ টাকার নির্ধারিত ভাড়ার পরিবর্তে এক যাত্রীর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে এ দণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় ঢাকা-পটুয়াখালী রুটে চলাচলকারী অন্যান্য পরিবহন কাউন্টার সংশ্লিষ্টদেরও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় থেকে বিরত থাকতে সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়।

ঈদ উপলক্ষ্যে বরিশালে বেড়েছে সব ধরনের মাংসের দাম

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বরিশালের বাজারে বেড়েছে সব ধরনের মাংসের দাম। তবে সবজির দাম কিছুটা কমেছে। বুধবার (১৮ মার্চ) সকাল থেকে নগরীর বাংলাবাজার, সাগরদী বাজার, নতুন বাজার ও পোর্ট রোড বাজার ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। বাজারে গিয়ে দেখা যায়, গত এক সপ্তাহ আগে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু দুই তিন দিন ধরে গরুর মাংস ৮৫০ থেকে ৮৮০ টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গরুর কলিজা ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা, মাথার মাংস ৫০০ টাকা, গরুর বট ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা। একইভাবে খাসির মাংস এক সপ্তাহ আগে ১ হাজার ২০০ টাকা বিক্রি হলেও এখন ঈদের সামনে রেখে ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

ঈদে ঘরমুখো যাত্রীর চাপ বাড়ছে

ঈদ মানে আনন্দ। প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্যে আসা কিংবা নাড়ির টানে মানুষ বাড়ি ফিরে। সাধারণ সময়ের তুলনায় এই সময়ে যাত্রী পরিবহনের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই এ সময় সড়ক, ট্রেন, নৌপথ এমনকি বিমানপথেও যাত্রীর চাপ অনেক বেড়ে যায়। যানবাহন পেতে সমস্যা হয়। গাদাগাদি করে চলাচল করতে হয়। যানজটের কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকতে হয়। শিশু ও বৃদ্ধদের ভোগান্তি অনেক বেড়ে যায়। তার পরও মানুষ বাড়ি ফেরে। কষ্ট ভুলে যায় বাড়ি ফেরার আনন্দে। এ বছর দুর্ভোগ একটু বেশিই হতে পারে। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অনেক দিন সড়ক-মহাসড়কের পর্যাপ্ত সংস্কার না হওয়ায় বেশির ভাগ সড়কেরই চরম দুরবস্থা। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেশে ভাঙাচোরা মহাসড়ক সবচেয়ে বেশি রাজশাহী অঞ্চলে, ২২৯ কিলোমিটার; রংপুরে ১৯৪ কিলোমিটার, চট্টগ্রামে ১৮৬, কুমিল্লায় ১৬৭, ময়মনসিংহে ১৫০, সিলেটে ১৪৮, ঢাকায় ১৪৩, বরিশালে ১১৯ ও খুলনায় ৬৮ কিলোমিটার। সড়ক পরিবহন, সেতু, নৌ ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম সম্প্রতি বলেছেন, সড়কপথের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনেক কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আসন্ন ঈদুল ফিতরের যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে। পরিবহনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, জ্বালানি তেলের চলমান সংকটের কারণে, অর্থাৎ তেল পেতে অসুবিধা না হলে তাঁরা সহজভাবেই যাত্রীর চাপ মোকাবেলা করতে পারবেন। আমাদের নদীগুলোর নাব্যতা ক্রমেই কমছে। তদুপরি বছরের এই সময়টায় নাব্যতা আরো কমে যায়। তার পরও কয়েকটি রুটে নৌযান চলাচল করে। ঈদের সময় নৌপথেও যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বহু যাত্রীর প্রধান ভরসা হয়ে পড়ে নৌযান। অভিযোগ আছে, এ সময় ফিটনেসহীন অনেক নৌযান চলাচল করে, ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করে এবং এসব কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। আমরা চাই না এবার তেমন কোনো ঘটনা ঘটুক। ট্রেনে ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, আর্থিকভাবে কিছুটা সাশ্রয়ী এবং মোটামুটি সময়মতো চলাচল করে। তাই ঈদের সময় ট্রেনে চলাচলের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলো প্রতিদিন আসনমাফিক ৩১ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারে। ঈদের আগে ট্রেনে রাজধানী ছাড়তে এবং ঈদের পর ফিরে আসতে প্রতিদিন কয়েক লাখ মানুষ ভিড় করে। ফলে এ সময় ট্রেনে বহু মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে চলাচল করে এবং অনেককে দেখা যায় ট্রেনের ছাদে চড়তে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। জানা যায়, ইঞ্জিনসংকট, কোচের স্বল্পতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে ট্রেন পরিষেবায় কিছু পরিমাণে ভোগান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ঈদের আরেকটি বড় অনুষঙ্গ হচ্ছে পছন্দ অনুযায়ী ভ্রমণ। পর্যটন স্পটগুলো এ সময় সরগরম হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বেশি পর্যটক সমাগম হয় কক্সবাজারে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা নাজুক হওয়ায় প্রশাসনকে পর্যটকদের নিরাপত্তায় ব্যাপক প্রস্তুতি রাখতে হবে। প্রতিবছরই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে অনেক পর্যটকের জলে ডুবে মৃত্যু হয়। প্রশাসনকে সৈকতের নিরাপত্তায়ও বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা আশা করি, ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবে এবং তাদের নিরাপত্তায় প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। যাত্রীদেরও সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল বন্ধ করতে হবে।

প্রাথমিকের ম্যানেজিং কমিটি

জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটিতে ১২ জন্য সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এতে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার অথবা পৌরসভার কমিশনারকেও রাখতে হবে। গত ১৬ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ নীতিমালার প্রজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিটির সদস্য হবেন মোট ১২ জন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমিটির সদস্য সচিব হবেন। বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন দুজন। একজন নারী ও একজন পুরুষ। তাদের ন্যূনতম এসএসসি পাস হতে হবে। বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত দুজন পুরুষ ও দুজন নারী সদস্য রাখা হবে। শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন নির্বাচিত সদস্য হবেন। জমিদাতা বা জমিদাতার উত্তরাধিকারী সদস্য হবেন একজন। স্থানীয় সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা মাদরাসা অথবা এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক সদস্য থাকবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার অথবা পৌর এলাকার (পৌরসভার মধ্যে বিদ্যালয় হলে) কমিশনারকে সদস্যপদে রাখা হবে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে জারি করা সব প্রজ্ঞাপন/আদেশ বাতিল করা হলো। নতুন এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ক্ষমা চেয়ে নাসীরুদ্দীন

কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা ও পরামর্শ আমার পথচলার শক্তি।' বুধবার (১৮ মার্চ) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'গত কয়েকদিনে বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু, রাজনৈতিক শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রী-এমপি ও প্রিয় সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কিছু আন্তরিক কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সবার কাছ থেকেই একটি সুন্দর দিকনির্দেশনা পেয়েছি, ব্যক্তিগত আক্রমণ এড়িয়ে চলা, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা এবং গঠনমূলক আলোচনায় মনোযোগ দেওয়া।' তিনি বলেন, 'আমি বিনয়ের সঙ্গে সেই পরামর্শগুলো গ্রহণ করছি এবং আরও শান্ত ও দায়িত্বশীলভাবে পথ চলার চেষ্টা করব। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যেতে চাই।' এনসিপির এই নেতা বলেন, 'গতকাল ধানমণ্ডির তাকওয়া মসজিদে কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে এই আত্মিক যাত্রার এক নীরব সূচনা করেছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।'

পরাজিত প্রার্থীদের দায়িত্ব

করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির দাবি, জুলাইয়ের যে স্পিরিট ছিল 'কোটা না মেধা' সেই মেধাকে উপেক্ষা করছে সরকার। এ ধরনের পদায়ন গণতান্ত্রিক রীতি ও জনমতের প্রতি অবজ্ঞা এবং রাজনৈতিক পুনর্বাসনের একটি কৌশল। রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম। তিনি বলেন, সম্প্রতি ১১টি সিটি করপোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে এমন ব্যক্তিদের বসানো হয়েছে যারা বিগত নির্বাচনে জনগণের ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এর মাধ্যমে সরকার মেধা ও জনসমর্থনের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। মাওলানা আব্দুল হালিম অভিযোগ করেন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে শফিকুল ইসলাম মিল্টন এবং খুলনা সিটি করপোরেশনে নজরুল ইসলাম মঞ্জুকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। তার ভাষ্য, জাতীয় নির্বাচনের অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন না দিয়ে এ ধরনের নিয়োগ সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তিনি আরও বলেন, গত ১৮ বছর ধরে যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, বর্তমান সরকার সেই একই পথে হাঁটছে। জনমতের তোয়াক্কা না করে দলীয় ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হচ্ছে, যা জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী। জেলা পরিষদের নিয়োগ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধাসহ কয়েকটি জেলায় জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হলেও সেখানে পরাজিতদের প্রশাসক করা হয়েছে। গাইবান্ধা-৩ আসনে পরাজিত এক নেতাকে জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়াকে তিনি জনমতের অবমাননা বলে উল্লেখ করেন।

ঈদের ছুটিতেও বাসভবন

বাসভবন থেকে তিনি জরুরি সরকারি কার্যক্রম সম্পন্ন করছেন এবং বিভিন্ন সিটি করপোরেশনসহ সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছেন। বুধবার (১৮ মার্চ) প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ঈদের ছুটি চললেও প্রধানমন্ত্রী তার বাসভবন থেকে নিয়মিতভাবে সরকারি কাজ করছেন। দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিশেষ করে খাল খনন কর্মসূচির অগ্রগতি ও এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের থেকে তথ্য নিচ্ছেন। আতিকুর রহমান রুমন জানান, প্রধানমন্ত্রী সিটি করপোরেশনগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট মেয়র ও প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। অন্যদিকে ঈদযাত্রার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর আগে মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও সচিবালয়ে অফিস করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি ফার্মার্স কার্ড বাস্তবায়ন কমিটির সভাসহ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বরিশালবাসীকে জেলা জামায়াত

আনন্দ ও প্রশান্তি। তিনি আরো বলেন, জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি বরিশালবাসীসহ সকলের সুখ-সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ জীবন ও শান্তি কামনা করছি। সেই সাথে আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক জ্ঞাপন করছি।

ঈদ উপলক্ষ্যে বরিশালে

৩৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে সব ধরনের মুরগির দাম। এর মধ্যে ব্রয়লার মুরগি সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজিতে দাম প্রায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত। সোনালি মুরগি গত সপ্তাহে ৩০০ টাকা বিক্রি হলেও এখন ৩০ টাকা বেড়ে কেজি প্রতি ৩৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লেয়ার মুরগি ২০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৩৩০ টাকায়। দেশি মুরগির দাম ৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৬০০ টাকা কেজি। আর ব্রয়লার মুরগি এক সপ্তাহ আগেও ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা বিক্রি হয়েছে। এখন ঈদের সামনে রেখে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ২২০ টাকায়। সবজির বাজারে দেখা গেছে, শিম ৪০ থেকে ৫০ টাকা, টমেটো ৩০ থেকে ৬০ টাকা, দেশি গাজর ৪০ থেকে ৫০ টাকা, মূলা ৪০ টাকা এবং শালগম ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ফুলকপি প্রতি পিস ৪০ টাকা, বাঁধাকপি ৩০ টাকা এবং লাউ ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বরবটি ১০০ টাকা, বেগুন ৫০ থেকে ৮০ টাকা, করলা ৬০ থেকে ৮০ টাকা, ঢেঁড়স ১০০ টাকা, পটল ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কাঁচামরিচের দাম কেজিতে প্রায় ২০ টাকা কমে এখন ৮০ থেকে ১০০ টাকায় নেমেছে। লেবু বিক্রি হচ্ছে হালি প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকায়। দেশি শসা ৮০ টাকা, হাইব্রিড শসা ৪০ টাকা এবং খিরাই শসা কেজি প্রতি ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। নগরীর বাংলাবাজারের মুরগি ব্যবসায়ী আরমান বলেন, ঈদকে সামনে রেখে নয় বরং মুরগির খাদ্য ও ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার দাম বাড়ায় মাংসের দাম বেড়েছে।

বরিশাল মেডিকেলে অগ্নিকাণ্ড ও

হবে।" জেলা প্রশাসনের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান হচ্ছেন বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)। কমিটির সদস্যরা হলেন- ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক, হাসপাতালের উপ-পরিচালক, ডেপুটি সিভিল সার্জন ও গণপূর্ত অধিপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী। কমিটির কার্য পরিধির মধ্যে রয়েছে সংগঠিত অগ্নিকাণ্ডের উৎস ও কারণ উদঘাটন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন, দুর্ঘটনার পেছনে ব্যক্তিগত কিংবা পেশাদার দায়-দায়িত্ব আছে কিনা তা উদঘাটন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের সুপারিশ। কমিটিকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (উপ-পরিচালক) ডা. একেএম নজমুল আহসান গঠিত তদন্ত কমিটিতে আছেন- মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফজলে রহমান খান ও সদস্য সচিব সার্জারী বিভাগের আরএস ইখতিয়ার হোসেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- বরিশাল জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক, পুলিশের প্রতিনিধি ও গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী। এ কমিটিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ভবনের পাঁচ তলার বিছানার ফোম রাখার স্টোর রুমে আগুন লাগে। প্রত্যক্ষদর্শী হাসপাতালের স্টাফ ও ভর্তি রোগীরা বলেন, আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভবনটির বিভিন্ন তলায় থাকায় রোগী, স্বজন, হাসপাতালের স্টাফ, নার্স ও চিকিৎসকসহ সবাই হুড়োহুড়ি শুরু করে নিচে নামেন। যে যেভাবে পারেন রোগীকে নিয়ে ভবনের বাইরে সড়কে গিয়ে অবস্থান নেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আবুজর গিফারী বলেন, রাত ১১টার সময় হাসপাতালের মেডিসিন ভবনের পাঁচতলায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সেখানে যায় তাদের তিনটি ইউনিট। ১০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। পুরোপুরি নেভাতে ৪০ মিনিট লেগেছে। কক্ষে ফোম, বিছানার চাদর ও বালিশ থাকায় ব্যাপক ধোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে স্টোর রুমের কাছের ওয়ার্ডে থাকা দুই রোগীর মারা যাওয়ার তথ্য দেন তাদের স্বজনরা। তারা হলেন- পটুয়াখালী সদরের বরপুরের বাসিন্দা কাজী আতাউর রহমান (৮০) এবং নগরীর বারৈজ্জার হাটের এলাকার আবুল হোসেন হাওলাদার (৬৫)। এ বিষয়ে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (অর্থ ও ভাণ্ডার) ডা. আবদুল মুনয়েম সাদ বলেন, অগ্নিকাণ্ডের পর পুরোটা সময় ঘটনাস্থলে ছিলাম। হাসপাতালের কর্মচারীরা চিকিৎসাধীন ১৪৮ জন রোগীকে নিরাপদে স্থানান্তর করেছে। তিনি বলেন, "বার্ধক্যজনিত কারণে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। সেটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নয়। তাদের স্বজনরা নিজেরা নামিয়ে পুরাতন ভবনের আনার পর মৃত্যু হয়েছে।"

ঈদ-উল ফিতরের প্রস্তুতি

রোজা পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন, যাতে তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করো এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো (তাকবির পাঠ করো) এজন্য যে, তিনি তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। রমজান আমাদের শিখিয়েছে যে, আনন্দ হতে হবে সুশৃঙ্খল এবং ইবাদতপুষ্ট। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদের দিনকে আনন্দের দিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং এই দিনে রোজা রাখা হারাম করেছেন (সহিহ বুখারি: ১৯৯০)। ঈদের দিনের সুন্নাহগুলো হলো- গোসল করা, সাধ্যমতো উত্তম পোশাক পরিধান করা, মিষ্টিমুখ করে ঈদের মাঠে যাওয়া এবং উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন ফেরেশতারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকেন হে মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের পরম করুণাময় রবের দিকে এগিয়ে চলো, যিনি তোমাদের কল্যাণ দান করেন এবং এর বিনিময়ে বিশাল পুরস্কার প্রদান করেন (আল-মুজামুল কাবীর: ৬১৮)। ঈদের এই আনন্দ যেন কেবল বিত্তশালীদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেই খুশিতে শামিল করাই হলো ঈদের প্রকৃত সার্থকতা। রমজানের এই শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে সাহস জোগায় যে, আমরা যদি আল্লাহর হুকুম মেনে চলি, তবে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হতে পারব। আজকের এই দিনে আমাদের শপথ হোক আমাদের ঈদ হবে সুন্নাহসম্মত এবং এতে থাকবে না কোনো অপচয় বা অনৈতিকতা।

লেখক: বিশেষ প্রতিবেদক, দৈনিক কীর্তনখোলা।

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

আমরা পাশে রয়েছি। প্রধানমন্ত্রী আপনাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। এটি শুধু উপহার নয়, এটি তার ভালোবাসা।' তিনি আরও বলেন, 'যে হাতে আপনারা ঝাড়ু ধরেন। সেই হাত দিয়ে আজ রজনীগন্ধা ধরবেন। আর রজনীগন্ধার মতো বরিশালকে সুন্দর করে রাখবেন।' মাদকমুক্ত বরিশাল গড়ার অঙ্গীকার করে প্রশাসক বলেন, 'আমরা মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। আপনারা সবাই এই যুদ্ধ সামিল হবেন। মাদকের বিরুদ্ধে আমি একজন যোদ্ধা হিসেবে কাজ করবে।' বরিশাল সিটি করপোরেশনের ১৩৭৮ জন পরিচ্ছন্ন কর্মী পাঁচ হাজার টাকা করে এই উপহার পেয়েছেন। এতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক খায়রুল আলম সুমন, বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক, জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. আবুল কালাম শাহীন প্রমুখ।

বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয়

আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার বিবরণে জানানগেছে, দিদারুল ইসলাম হাওলাদার ২০১১ সালে বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরে নমুনা সংগ্রহকারী পদে যোগদান করার পর থেকে কর্মরত রয়েছেন। ২০২২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তার সম্পদের হিসাব জমা দিলেও পরবর্তীতে তিনি ২০২৩ সালের ১৮ জুন পুনরায় সম্পদের হিসাব দাখিল করেন। সম্পদ বিবরনীতে তিনি ৫৭ লাখ ৩৭ হাজার ৮৮০ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ভোগ দখল করছে বলে জানান। তবে দুদক অনুসন্ধান চালিয়ে ৭৫ লাখ ৩ হাজার ৬৩৫ টাকার সম্পদের খোঁজ পায়।তথ্য বিবরনীতে দিদারুল ইসলাম হাওলাদার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ১৭ লাখ ৬৫ হাজার ৭৫৫ টাকার সম্পদ গোপন করেন। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর দুর্নীতি দমন কমিশন গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আফছার উদ্দিন বাদী হয়ে গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের একটি মামলা দায়ের করেন।

মুলাদী উপজেলা সাংবাদিক

আলহাজ্ব ছত্তার খান বলেন "সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে এলাকার উন্নয়নে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। সাংবাদিক ইউনিয়নের এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আমাদের সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে।অতীতেও আমি সাংবাদিকদের কল্যানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি ভবিষ্যাতে পাশে থাকব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুলাদী উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব কাজী কামাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ও বস্তু নিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। সকল প্রকার চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখারও আহবান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুলাদী উপজেলা মুলাদী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি নজিবুর রহমান ভূইয়া কামাল, কে,এম মোশাররফ হোসেন, সাধারন সম্পাদক রোকনুজ্জামান মোল্লা, যুগ্ন সম্পাদক আরিফুল হক তারেক, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক সিরাজ মোল্লা, দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান মিরন, গনবার্তা সম্পাদক মোঃ শাহিন, মুলাদী রিপোটার্স ইউনিনিটির সম্পাদক রাসেল মল্লিক, মোঃ আঃ রশিদ হাওলাদার, সাংবাদিক লিটন তালুকদার, অপু মোল্লা,সাংবাদিক নিজাম মাষ্টার, শামিম সরদার,স্বপন হাওলাদার, মোস্তাফা মল্লিক,হুমায়ূণ কবির মুলাদী উপজেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান মাসুদ, বরিশাল জেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক রুহুল আমিন খান, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আরিফুর রহমান টিটু, পৌর সদস্য সচিব শফিকুল ইসলাম শাওন, মুলাদী পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক সোহানুর রহমান সোহান, আর্তনাথ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাংবাদিক ফোরকান ভোমর, এছাড়াও অনুষ্ঠানে সাংবাদিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।দোয়া মোনাজাত পরিচালানা করেন মুলাদী ইমাম সমিতির সাধারন সম্পাদক মুফতি মাওঃ রফিকুল ইসলাম।

'ধর্মীয় নেতাদের মর্যাদা দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী

নিতে ৩১ দফার এজেন্ডা দিয়েছিলেন, যার বাস্তায়ন শুরু করেছেন। মোট পাঁচটি ওয়াদা ইতোমধ্যে পালনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাই এই লক্ষ্যে সবাইকে সরকারের কাজকে সহায়তা করতে হবে।' বুধবার কলাপাড়া উপজেলা পরিষদ দরবার হল 'পায়রা' মিলনায়তনে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন,খাদেম, মন্দিরের পুরোহীত, বৌদ্ধবিহার ও গীর্জায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতাদের সম্মানি ভাতার চেক হস্তান্তরকালে এসব বলেন। তিনি আরো বলেন, 'সমাজকে মাদক, সন্ত্রাসমুক্ত করতে ও স্থানীয় হানাহানি, বিদ্বেষ বন্ধে ধর্মীয় নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। দায়বোধের জায়গা থেকে সবাই কাজ করলে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। বিএনপি সকলের বাস উপযোগী বাংলাদেশ নির্মাণে কাজ করছে।' কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউছার হামিদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কলাপাড়া থানার ওসি মো. রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজী হুমায়ুন সিকদার, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান চুন্নু, মাদ্রাসা সুপার মাওলানা মুর্শিদুল আলম, কলাপাড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি নেছারউদ্দিন আহমেদ টিপু, বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কলাপাড়া উপজেলা শাখার সভাপতি মো. শাহ সুজাউদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিপিপির সহকারী পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান খান। জানা গেছে, মোট ১৪টি মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, ২টি মন্দিরের পুরোহীত, বৌদ্ধ বিহার ও খ্রীস্টান পল্লীর দায়িত্বপ্রাপ্তদের সম্মানি ভাতার চেক প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারি জাকাত তহবিলের সহায়তা হিসেবে ১৫জনকে নগদ অর্থ, সংসদ সদস্যের স্বেচ্ছাধীন তহবিলের সহায়তার অর্থ ও অতিসম্প্রতি অগ্নিকান্ডে ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করেন সংসদ সদস্য এবিএম মোশাররফ হোসেন।

ঘরমুখো দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ঢল

এবং সরাসরি যাতায়াত সম্ভব হওয়ায় অধিকাংশ যাত্রী সড়কপথ বেছে নিচ্ছেন। এতে সময় যেমন কম লাগছে, তেমনি যাত্রার ঝামেলাও কমেছে। দোলাইরপাড় বাস কাউন্টার এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ভোর থেকেই টিকিট হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা। কেউ পরিবারসহ, কেউ আবার একাই যাচ্ছেন গ্রামের বাড়িতে ঈদ উদযাপন করতে। বরিশালগামী এক যাত্রী জানান, আগে লঞ্চে যেতে ৮-১০ ঘণ্টা সময় লাগত, অনেক সময় ভিড়ের কারণে কেবিন বা ভালো আসন পাওয়া যেত না। এখন বাসে উঠলে তুলনামূলক কম সময়েই পৌঁছানো যায়, তাই ঝামেলা এড়াতে বাসই বেছে নিয়েছেন। তবে স্বস্তির এই যাত্রার মাঝেও কিছু অভিযোগ রয়েছে। অনেক যাত্রীই জানিয়েছেন, ঈদকে কেন্দ্র করে টিকিট পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। নির্ধারিত সময়ের কয়েকদিন আগেই বেশিরভাগ টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত দামে টিকিট কিনছেন। যদিও পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা সরকার নির্ধারিত ভাড়ার বাইরে কিছু নিচ্ছে না এবং অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রী চলাচল অব্যাহত থাকলেও আগের তুলনায় চাপ কম দেখা গেছে। বিশেষ করে বরিশাল রুটে লঞ্চের যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় অনেকেই স্বস্তিতে যাত্রা করতে পারছেন। যারা তাড়াহুড়া না করে আরামে যেতে চান কিংবা বাসের টিকিট পাননি, তারা এখনো নৌপথকেই বেছে নিচ্ছেন। লঞ্চে পরিবার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের সুযোগ থাকায় একটি অংশের কাছে এটি এখনো জনপ্রিয়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) জানিয়েছে, ঈদ উপলক্ষে বাড়তি যাত্রী চাপ সামাল দিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন, বাড়তি ভাড়া আদায় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি চলছে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও টার্মিনাল এলাকায় অবস্থান করছেন, যাতে কোনো ধরনের অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে। সড়কপথের চিত্র তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক। ঢাকা-ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়কে কোথাও কোথাও ধীরগতির যান চলাচল দেখা গেলেও বড় ধরনের যানজটের খবর পাওয়া যায়নি। এতে যাত্রীরা অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছেন। আগের বছরগুলোতে যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হতো, এবার সেই ভোগান্তি অনেকটাই কমেছে বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পদ্মা সেতু চালুর পর দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রীদের চলাচলের ধরণ পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন বাসে সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছানো যায়, ফলে সময় সাশ্রয় হচ্ছে। একই সঙ্গে পণ্য পরিবহনও সহজ হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এবারের ঈদযাত্রায় দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় স্বস্তি এসেছে সড়কপথে। বাসভিত্তিক যাত্রা বাড়ায় ভোগান্তি কমেছে, সময়ও বেঁচেছে। যদিও টিকিট সংকট ও ভাড়ার অভিযোগ রয়েছে, তবুও পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে স্বস্তিতেই বাড়ির পথে রয়েছেন বরিশাল বিভাগের মানুষ।

পটুয়াখালীর ১৮ লাখ বাসিন্দার

দশমিনা উপজেলা

এ উপজেলায় ৫০ শয্যার একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পাঁচটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। উপজেলায় চিকিৎসকের পদ ৩৯টি হলেও কর্মরত আছেন ১১ জন। ২৮টি পদই শূন্য। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোস্তাফিজুর রহমান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, জরুরি প্রসূতি সেবায় এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ২০১৮ সালে জাতীয় পুরস্কার পায়। এরপরও মাত্র ১১ জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে উপজেলার মানুষের চিকিৎসা কার্যক্রম।

কলাপাড়া

কলাপাড়া উপজেলার রয়েছে একটি ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, একটি ২০ শয্যার হাসপাতাল ও ৮টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। উপজেলায় ৪২টি চিকিৎসকের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র ১৩ জন। শূন্য পদ ২৯টি। এর মধ্যে কুয়াকাটার ২০ শয্যার হাসপাতালে ৬টি চিকিৎসকের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র একজন।

বাউফল

বাউফলে একটি ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১৫টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। ৪৯ চিকিৎসক পদের বিপরীতে এখানে কর্মরত ১৫ জন, শূন্য পদ ৩৪টি। এর মধ্যে উপজেলার ১৫টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র চলছে কোনো চিকিৎসক ছাড়াই।

গলাচিপা

গলাচিপা উপজেলায় রয়েছে একটি ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১৭টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। উপজেলায় ৩৯ চিকিৎসকের চাহিদা থাকলেও কর্মরত আছেন ১৪ জন। ২৫টি চিকিৎসকের পদ এখানে শূন্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মেজবাহউদ্দিন বলেন, 'উপজেলায় ১৭টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও চিকিৎসক আছেন ৩ জন। বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক সংকট নিয়ে আমরা সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।'

দুমকি

এখানে রয়েছে ৩১ শয্যার একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চারটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই উপজেলায় ২৫টি চিকিৎসক পদের জায়গায় কর্মরত আছেন ১২ জন। শূন্য রয়েছে ১৩টি পদ।

মির্জাগঞ্জ

এই উপজেলায় ৫০ শয্যার একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০ শয্যার একটি হাসপাতাল ও একটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সবমিলিয়ে ৩৫ পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ১৪ জন চিকিৎসক। চিকিৎসকের পদ শূন্য ১৬টি। ২০ শয্যার হাসপাতালে ৬ জন চিকিৎসকের চাহিদা মেটাচ্ছেন মাত্র একজন চিকিৎসক।

সদর উপজেলা

এখানে ১২টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৫ জন চিকিৎসকের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন ৯ জন। পটুয়াখালী সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চারজন চিকিৎসকের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন দুই জন।

২৫০ শয্যার হাসপাতাল

২৫০ শয্যার পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়কসহ ৫৯টি চিকিৎসক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ১৯ জন। জেলার প্রধান স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটির ৪০টি চিকিৎসক পদই আছে শূন্য অবস্থায়।

হাসপাতালের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, চলতি বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে এই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ৭ হাজার ৫৯০ জন, বহিঃবিভাগে ১৬ হাজার ২৯১ জন ও অন্তঃবিভাগে ৭ হাজার ২৯৭ জন চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন।

হাসপাতালটির তত্ত্বাবধায়ক ডা. দিলরুবা ইয়াসিন লিজা বলেন, 'শুধু পটুয়াখালী জেলার রোগীই নয়, পাশের বরগুনা জেলার আমতলী ও তালতলী উপজেলার রোগীরাও এখানে চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক সংকট থাকার পরও আমরা সাধ্যমতো সেবা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।' পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন ডা. মো, খালেদুর রহমান মিয়া বলেন, 'পুরো জেলায়ই চিকিৎসক সংকট রয়েছে। বিষয়টি বরিশাল বিভাগের মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) বরাবর চিঠির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ৪৪ জন চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে জেলায়। তারপরও অর্ধেকেরও বেশি চিকিৎসক সংকট রয়ে গেছে।'

যুদ্ধের মধ্যে রুশ তেল কিনতে

সাময়িকভাবে শিথিল করার সুযোগ নিয়ে ভারত-চীনের মতো দেশগুলো রীতিমতো রুশ তেল মজুতের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গত ১৩ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র এক ঘোষণায় সমুদ্রে আটকে থাকা রাশিয়ার তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য কেনাবেচার ওপর ৩০ দিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ঘাটতি মেটাতেই ওয়াশিংটন এই সাময়িক ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধের আগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রুশ 'ইউরাল' তেলের দাম যেখানে ছিল ব্যারেল প্রতি ৫৮ ডলার, মার্চের শুরুতেই তা ১০০ ডলারে গিয়ে ঠেকে। বর্তমানে এটি ব্যারেলপ্রতি ৯০ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে, যা বিশ্ববাজারে তেলের উচ্চমূল্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

ভারত ও চীনের কাড়াকাড়ি

ভারত: জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে প্রতিদিন ১৮ লাখ ব্যারেলে উন্নীত করেছে। অথচ মাত্র এক মাস আগেই ট্রাম্পের সঙ্গে এক বাণিজ্যিক চুক্তির খাতিরে ভারত রুশ তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছিল। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রতিদিন যে ২৬ লাখ ব্যারেল তেল পেতো ভারত, রুশ তেল সেই ঘাটতি পুরোপুরি মেটাতে পারবে না।

চীন: রাশিয়ার তেলের বড় বাজার চীন এখন নতুন করে তেল মজুত করছে। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান 'সিনোপেক' এবং 'পেট্রোচায়না' গত নভেম্বর থেকে বন্ধ থাকা রুশ তেল কেনা ফের শুরু করতে সরবরাহকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এরিকা ডাউনস বলেন, 'সমুদ্রে আটকে থাকা রুশ তেলের জন্য এখন ভারত ও চীনের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হবে।' দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর ইউটার্ন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ভয়ে এতদিন যে দেশগুলো রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা এড়িয়ে চলতো, তারাও এখন আগ্রহ দেখাচ্ছে। ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড: মার্কিন মিত্র হয়েও ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড এখন সরাসরি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। ফিলিপাইনের জ্বালানি সচিব শ্যারন গারিন এবং থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিহাসাক ফুয়াংকেটকেও রুশ তেল কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইন্দোনেশিয়া: দেশটির জ্বালানি মন্ত্রী বাহলিল লাহাদালিয়া জানিয়েছেন, জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে তারা যে কোনো উৎস থেকে তেল কিনতে প্রস্তুত।

এবার ইরানের গোয়েন্দামন্ত্রীকে

হয়, তাহলে মাত্র দুইদিনের মধ্যে এটি হবে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় বড় হত্যাকাণ্ড। এর আগে, গত মঙ্গলবার ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি এবং আধাসামরিক বাহিনী বাসিজের প্রধান গোলামরেজা সোলেইমানি। বুধবার তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই দুই হত্যাকাণ্ড ইরানের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ইরান বলছে, এসব হত্যাকাণ্ড তাদের নেতৃত্ব কাঠামোকে ভেঙে দিতে পারবে না। এক সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এখনো বুঝতে পারেনি যে ইরানের সরকার কোনো একক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। আল-জাজিরাকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, একজন নেতাকে হত্যা করা হলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অটুট থাকে এবং কার্যক্রম চলতে থাকে।

কুয়াকাটায় ৫ হাজার অসহায় মানুষ পেল ঈদ উপহার

কুয়াকাটা প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় প্রায় ৫ হাজার অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছেন কুয়াকাটা পৌরসভার সাবেক মেয়র। আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এসব উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বুধবার (১৮ মার্চ) সকাল ৯ ঘটিকায় কুয়াকাটা পৌরসভার পান্‌জুপাড়া এলাকায় তার নিজ বাড়ির উঠানে বসে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে ঈদ উপহার তুলে দেন সাবেক মেয়র আনোয়ার হাওলাদার। এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সাবেক মেয়র আনোয়ার হাওলাদার এই ঈদে সমাজের বিত্তবানদের দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সহায়তা অব্যাহত রাখারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'মেয়র হওয়ার অনেক আগ থেকেই মানুষের পাশে আছি, যতদিন বেঁচে থাকব তত দিন মানুষের পাশে থাকব।' ইফতার ও ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বে থাকা আবু হাসান মিলন জানান, ৫ হাজার দুস্থের মাঝে মেয়র ঈদ উপহার হিসেবে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করেছেন। পৌর এলাকার হোসেনপাড়া এলাকা থেকে আসা ৮২ বছরের বৃদ্ধ মোতাহার কাজী বলেন, 'এই ঈদে একখানা কাপড় পেলাম। মেয়রের এই উপহার পেয়ে আমি ভীষণ খুশি।'

পথিক মোস্তফা

স্মৃতির ঈদ

এই মনে আছে তো, কাল কিন্তু শবে বরাত। শবে বরাতের পনেরো দিন পরেই কিন্তু রোজা। বেশির ভাগ সময়ই চাচাতো ভাই ইকবাল এসে মনে করিয়ে দিতো। ইকবাল ভাই আমার চেয়ে দুবছরের বড়ো, আবার স্কুলে এক বছরের ছোটো। আমাদের আলোচনা চলতো, শবে বরাতের পর পনেরো দিন, তারপর একমাস রোজা আর রোজার পরেই ঈদ। আজ থেকে কতো দিন পর ঈদ তাও আমরা গুণে ফেলতাম। তখন প্রাইমারি স্কুল পড়ি। ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরে। গ্রামের মধ্যে আমাদের বাড়িটা ছিলো উল্লেখযোগ্য, জনসংখ্যার দিক থেকে। বাড়ি থাকতো আমাদের মতো ছেটো ছোটো ছেলে-মেয়ের হৈ-হুল্লড়ে মুখরিত। বাড়িতে সব মিলিয়ে আমার বয়সী চাচাতো ভাই-বোনের সংখ্যা ছিলো কমপক্ষে বিশ জন। আমার থেকে পাঁচ-ছ বছরের বড়োর সংখ্যাও দশের কাছাকাছি। আর যারা পুরোই বড়ো ছিলেন, চাকরি-বাকরি করতেন এমন সংখ্যা পাঁচ-ছয় হবে। আর টুকটাক নিজস্ব স্বার্থদ্বন্দ্ব ছাড়া ভাই-বোনের মধ্যে খুব একটা বাদ-বিসংবাদ ছিলো না। তাই রোজার পরে ইদের হিসাব করার মানেই হলো, নতুন নতুন জামা-কাপড়ে আবার একটা আনন্দদিন কাটবে।

আমরা চার ভাই-বোনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। বড়ো বোন, তারপরে আমরা দুভাই আর ছোটো বোন। ঈদ উৎসবে ছোটোবেলায় ভাইবোনের সংখ্যা ত্রিশ ছাড়াতো। রোজা আসলে প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে হিসাব মেলাতাম আজ কতোতম তারাবির নামাজ পড়লাম। আরো কতোদিন পড়লে, ঈদ। দেখতে দেখতে চলে আসতো, বিশ রোজা, এখান থেকেই বেশি করে গোনাগুনি শুরু হতো। এই গোনার সাথে যোগ হতো, আব্বার ইদে বাড়ি আসা, না আসার হিসেব। সেই নব্বই দশকের কথা। চিঠিপত্র ছাড়া যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নাই। আব্বা চাকরি করতেন বিডিআরে। তার চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে হতো, সোমবার আর বৃহস্পতিবারের জন্য। কারণ, এই দুদিন ছিলো আমাদের হাটবার। বরিশাল জেলার, আগৈলঝাড়া উপজেলা, মোল্লাপাড়া গ্রামের সাহেবেরহাটে সপ্তাহে দুদিন হাট মিলতো। আর এই হাটেই ডাকপিয়ন সকলের চিঠি বিলি করতেন।

আব্বার মতোই আমাদের অতি প্রিয় ছিলেন, কাকা। আব্বার ছেটো ভাই। তিনি হাট থেকে ফিরে আসতেন ইফতারের আগমুহূর্তে, আবার কখনো সন্ধ্যা হয়ে যেতো। আব্বার চিঠি পেলে সবসময় তিনি তার শার্টের বুকপকেটে রাখতেন। ডাকবিভাগের হলুদ খাম। হাট থেকে ফেরার পর আমাদের ভাইবোনদের নজর থাকতো– প্রথমে কাকার পকেটের দিকে, তারপর বাজারের থলের মধ্যে আমাদের জন্য স্পেশাল কোনো খাবার তিনি হাট থেকে নিয়ে এসেছেন কি না, তার দিকে। চিঠির খাম দেখলে চোখ চকচক করে উঠতো। কাকার কাছে জানতে চাইতাম, আব্বা আসবেন কবে? তবে বেশির ভাগই জবাব আসতো, 'তোর আব্বা আইতে পারবে না, হে নাকি সবাইরে ছুটি দিয়া দিছে, হে কোরবানিতে আইবে।' কিছুটা মন খারাপ হলেও আবার সবার সাথে মিশে মন ভালো যেতো।

বিশ রোজার পর হিসাব করতাম, কদরের রাত। সে সময় আমাদের সোজা হিসাব ছিলো, ছাব্বিশ রোজার রাতেই কদর। আর কদরের পরই ঈদ একদম নিকটে। তার মানে সব হিসাবের শেষ ছিলো, ঈদ কবে হবে! দেখতে দেখতে চাঁদ দেখার দিন চলে আসতো। আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে ছিলো খোলা মাঠ, কৃষি জমি। বাড়ির পশ্চিম পাশে আসরের নামাজের পরই জড়ো হতে থাকতাম। প্রতিযোগিতা চলতো, কে কার আগে চাঁদ দেখতে পারে। চাঁদ ওঠার আগেও আনন্দে কয়েকবার চাঁদ দেখে ফেলতাম। মেঘের জন্য চাঁদ দেখতে না পারলে অপেক্ষায় থাকতাম, প্রিয়কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর সঙ্গিত 'ও মন রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' রেডিওতে শোনার জন্য। এই গানই আমাদের ইদের আগামনী বার্তা দিতো। আমরা নেমে পড়তাম, ঈদ মোবারক জানাতে। শুরু হয়ে যেতো আনন্দে মাতামাতি। রাত অনেক হয়ে যেতো চোখে ঘুম নেই। তবুও জোর করে আম্মা ঘুম পাড়াতেন। সকালে উঠে ফজরের আগে বড় ভাই, মিয়া ভাই ও কাকার সাথে খালের ঘাটে গোসল করতে যাবো। সেই আনন্দ স্মরণ করেই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতাম। বড় ভাই, মিয়া ভাই দুজন চাচাতো ভাই; আমার আব্বা ও কাকার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। তারা চাকরি করতেন, ইদের ছুটিতে বাড়িতে আসলে তাদের পিছ ছাড়তাম না, আর আমার কাকার সুবাদে তাদেরও আড্ডা ছিলো আমাদের ঘরে। আর গরমের দিনে ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়া আমাদের দখিনদুয়ারি ঘর ছিলো বাড়ির সকলের আড্ডাস্থল। আমরা দরজা-জানালা খোলা রেখে হেরিক্যান জ্বালিয়ে রাখতে পারতাম না, বাতাসের জন্য। যাই হোক, খালের ঘাটে গোসল সেরে ফজরের নামাজও আমরা পাড়ার ঈদগাহে পড়তাম। কারণ, তখনও আমাদের মসজিদ নির্মাণ হয়নি।

ফজরের নামাজের পরই শুরু হয়ে যেতো আমাদের মিষ্টিমুখ করার পালা। ঈদগাহের পাশেই ছিলো পাড়ার ছলিমউদ্দিন দাদার ঘর। ছলিমউদ্দিন দাদার স্ত্রী, আমাদের দাদি ছিলেন খুবই ভালোমানুষ। তিনি বলেই রাখতেই, ফজরের পর সবাই আমার বাসায় মিষ্টিমুখ করবে। সেই মিষ্টিমুখ শেষ হলে, ওই বাড়ির অন্যান্য ঘর মিলে পাঁচ-ছ ঘরে চলতো সেমাই খাওয়ার পালা। বেশি খেতে না পেরে কখনো কখনো পালিয়ে যেতাম, পরে খাবো এই কথা বলে। এদিকে ইদের নামাজের আগে বাড়িরও সকল ঘরে তৈরি হয়ে যেতো সেমাই, ফিরনি, পায়েশ। এই কাকি, ওই কাকার ডাকে ভাই-বোনেরা দলবলে ইদের নামাজের আগেই ভরপেট মিষ্টিমুখ চলতো।

ইদের নামাজের শেষে আমাদের পুবধার বাড়ি, সিকান্দার কাকার বাড়ি, গাছঘর বাড়ি কোনো বাড়িই ছাড়তো না সেমাই না খাইয়ে। নামাজের পর দলবেধে সকলকেই যেতে হতো সকলের বাড়ি। তারপর চলতো নতুন জামাকাপড় পরে ঘোড়াঘুড়ি। দুপুর হয়ে গেলে যোহরের নামাজের পর আবার ধারাবাহিকভাবে শুরু হতো, দুপুরের খাবারের বাড়াবাড়ি আয়োজন। নিজের ঘরের খাওয়ার কোনো সময়ই নাই। পাড়ার কোনো ঘরই বাদ যেতো না। সকলের মুখেই এক কথা, ওরে বাবা ইদের দিন কোনো ঘরই তোমার পর না। এই দিন নিজের ঘরে খেতে হয় না, তোমরা খাবে আমাদের ঘরে, আর আমরা খাবো তোমাদের ঘরে। এমনই চলতো, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাতের খাবারটা ছিলো একটু ব্যতিক্রমধর্মী; বাড়ির সকলের খাবার এক জায়গায় জড়ো করা হতো। উঠোনের মাঝে হোগলা বিছিয়ে বাবা-চাচা, মা-চাচি, ভাই-বোন সবাই বসে যেতাম। রাতের খাবারও একত্রে খেতে হতো। রাতে ঘুমুতো যাওয়ার আগে আফসোস হতো, ইদের দিন শেষ।

উনিশশ নব্বই সাল। আমাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন সকলের প্রিয়, আমার কাকা গাজী আব্দুল করিম। উনি মারা গেলেন ইদের কয়েকদিন আগে। তারপর থেকেই কেমন যেনো আমাদের ঈদ আনন্দ ফিকে হতে শুরু করলো। তিনি আমার আপন চাচা হলেও অন্যান্য সকলের কাছেই তিনি ছিলেন খুবই প্রিয়মানুষ, প্রিয়ব্যক্তিত্ব। তারপর আব্বার চাকরির সুবাধে তিনি তো দূরে দূরে থাকতেন, আমরা গ্রামেই থাকতাম, চাচাই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। তাই তার মৃত্যুর পর একপ্রকার অভিভাবক শূন্য হয়ে যাই। এক বছরের বেশি সময় ধরে তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলেন; তার এই অসুস্থতা ও চলে যাওয়া থেকেই আমাদের আনন্দে ভাটা পড়ে গিয়েছিলো। তারপর সব বাস্তবতা মেনে নিয়ে, জীবন আবার সচল হতে থাকে। আমিও পড়াশুনার তাগিদে শহরে চলে আসি। অন্য চাচাতো ভাইয়েরাও যে যার মতো করে দূরে চলে যায়, বোনদের বিয়ে হতে থাকে; কেমন যেনো সব রঙ ধূসর হতে থাকে। বড় হয়ে যাই আমরা, অনার্স পাস করি অতঃপর মাস্টার্স; বাড়িতে ঈদ করতে যেতাম, কিন্তু আগের মতো ছলিমউদ্দিন দাদার বউয়ের আদর করে মিষ্টিমুখ করানো আর অবশিষ্ট রইলো না। পাড়ার যে-সব চাচা-দাদারা ছিলেন, মাঝে মাঝে দুয়েক ঘরে ডাক দিলে যেতাম, শৈশবস্মৃতি মনে করে।

এখন গ্রাম উন্নত হয়েছে, প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে। এখনকার ছেলেপুলেরা মোবাইল ফোনে সব খবর রাখে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নতুন নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করে, নিজের ভাইবোন কিংবা চাচাতো, পাড়াতোদের খবর নেয়ার সময় তাদের নেই। গ্রামে বা শহরে যেখানেই থাকুক, তাদের বন্ধুত্বের নেটওয়ার্ক বিশ্বময়। আমরাও ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছি বাপ-চাচাদের জায়গায়, কিন্তু কোনো ভাবেই আমাদের বাবা-চাচাদের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের অধিকারী হতে পারিনি। আবার অন্য ভাবে বলা যায়, আমাদের সন্তানরাও আমাদের উষ্ণতা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বসে থাকে না। তাদের জীবনচিন্তা এখন ভিন্নভাবে গড়ে উঠছে।

আমাদের প্রত্যাশায় যে শৈশবের ঈদ, সেখানে ফিরে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে সামাজিক সম্প্রীতি ও সংহতি গড়তে বছরে দুটো ঈদ অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। সেকালে সামাজিক অনেক দ্বন্দ্ব-কোন্দল, বড়ো বড়ো বিবাদও বিচার-সালিশি ছাড়া শুধু একই ইদের জামাতে নামাজ পড়ে কোলাকুলির মাধ্যমেই মিটে যেতো। বুকে বুক মিলিয়ে মিটে যেতো অনেক হানাহানি। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ছোটো বড়োর কাছে ক্ষমা চেয়েছে, বড়ো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, ইদের নামাজে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আর নামাজ শেষে কোলাকুলিতে বুকে বুক মিলিয়ে। সেই সুন্দর সম্প্রীতির ঈদ আজও আবেশে দোলা দেয়, করে তোলে স্মৃতিকাতর। ঈদ বয়ে আনুক সকলের জীবনে অনাবিল আনন্দ। আল্লাহ সকলকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত্ত করুন, আমিন।

সাইফুল্লাহ সাইফ

শেষ বিকেলের আলো

হারতে হারতে জিতে যাওয়ার মত আনন্দে বাড়ির আঙ্গিনায় পা রাখল জিবুন্নেছা জিবু। একটু আগেই চেংরাদোলা দুলিয়েছে মুখলেছ নামের মুখি বাদরটাকে। তাকে দেখলেই কেবল জিবু জিবু নিবু নিবু ডাকে আর ভেঙ্গায়।

মুখলেছ জেবুর একটু বড়। দুই ক্লাশ উপরে। জিবু টু তে বার্ষিক দিলো আর মুখলেছ ফোরের। প্রতিদিনের মতো পুকুরের ওপাড় অনাবাদী জমিতে গোল্লাছুট খেলে আলির বেইল কালি করে ফিরছিল। পথে পেয়েই জিবু জিবু নিবু নিবু ডাক।

দাঁড়া, আজ তুই না হয় আমি বলে হাতে ঢিল তুলে নিলো । জিবুর হাতে ঢিল দেখেই মুখি দিলো ভোঁ দৌড়। তাড়া খেয়ে জিবুর মতই চিকন মধ্যবয়সী কড়াই গাছে কয়েকটা ফাল দিয়ে একটু ওপরে ডাল ধরে ঝুলে পড়লো বাঁদর ঝোলা। বাঁচলি আইজ বলে বাড়ির দিকে পা ফেরালো সে।

কয়েক কদম সামনে দিতেই মুখিটা মিনতি ভরে ডাকলো- হায় হায় এই জিবুন, আমি অহান নাম্-মু কেমনে? আমি তো গাছে উঠতেও পারি না, নামতেও পারি না। তোর ডরে কেমনে যেন উইঠ্যা গেলাম। দোহাই লাগে তুই আমার আপু 'হ। আমি আর কোন দিন তোরে নিবু নিবু ডাকুম না। একটা মই আইন্যা দে। নাইলে গাছেই থাকতে অইব হারা রাইত।

এখন বোঝ মজা বলে সামনে হাঁটলো । মুখিটা গাছে ওঠার বাঁদর। তারে একটু খাটাইতে চায়।

এবার নিজের পালা। মার কথা মনে হতেই সব আনন্দ মিলিয়ে গেল। প্রতিদিনের চেয়ে বাড়ি ফিরতে আইজ একটু বেশি দেড়ি হয়ে গেছে। অহন কতগুলো ধাতানি শুনতে অইব। একটু হলেই মা'র যত কথা- দিন দিন ঢেঁড়শের মত ঢেঁমড়ি হস আর দিন দিন অ-মানুষ হস। মানুষ হবি কবে? ফুফি বলে ও ভাবি তোমার লেডিস ফিংগার কই? তবে বাঁচার একটা উপায় আছে। হাঁসগুলো সাথে নিয়া যাইতে অইব। আয় আয় চৈ. চৈ..তৈ. তৈ... আয়। প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ ?দিয়ে হাঁসগুলো সূর্যের নিবু নিবু আলো পিঠে করে ঘরে ফিরে।

বিহানে গাই দোহানোর সময় জিবুর কাজ হলো বাছুরটাকে সামলে রাখা। মা দু'হাতে দুধের বানগুলো পানায়। দুধ দোহানোর ছেৎ ছেৎ তার কানে বাজে। তবে বাছুরটাকে সামলাতে সামলাতে সেই দুধ-সাদা ভুরভুরির শব্দটা বাতাসে মিলিয়ে যায়। দোহানো হয়ে গেলে বাছুরের গলার ঘাগরটাকে ঝাকুনি দিয়ে বলে- যা এবার পেট ভরে খা...।

ছোটটা কাটা বারান্দায় মাটিতে পাটি বিছিয়ে দুলছে আর পড়ছে-ক. খ. গ..। তাই শুনে ভেঙ্গায় ক. খ. গ..., মাখা বুইজ্যা ব...। মা আফুরে মানা করেন বলে সেও পাটকেল ছুড়ে- ভ্যা. এ্যা.. এ্যা...। মা বলে– ছেমরি তোরে কইছি তড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়্যা দুধ লইয়্যা খাজুরতলি যাইতে। সকাল অইছে কোনসুম। আইজ দুধ বেচতে না পারলে সমিতির কিস্তি ?দিমু কেমনে?

নুরু মিয়া ততক্ষণে মাঠে গরু বেঁধে ঘরে ফিরতে ফিরতে বলে- ল, খাজুরতলি আমিও যামু। প্রতিদিন দুই ভাই-বোন দুধ নিয়া যায় বাড়ির কাছেই যেখানে সকালে হাট বসে। আজ বাবার সাথে যাবে ভেবে অনেকটা ভারমুক্ত হল। তাই দড়িছাড়া বাছুরটার মত তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে হাত মুখ ধুতে গেলো সে।

বাবার হাতে দুধের হাড়ি, মেয়ের হাতে বাজারের ব্যাগ। ব্যাগের ভাঁজে ভাঁজ করা বেঁচে থাকার রসদ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেলো দুধ। এবার বাড়ি ফেরার পালা কিন্তু জিবুর বাবার কোমরে লুঙ্গির ভাঁজে ছিলো আরো কিছু আনন্দ। নুরু মিয় আগে আগে জিবু খানিক পিছনে। বাপ-বেটি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো বাদামতলীর মার্কেটে। মার্কেটে চলছে উৎসবের ঢেউ। ওহ হো দুদিন পরেইতো ঈদ। জিবু তো ভূলেই গিয়েছিল মায়ের বকুনি আর মুখি বাদরটার জ্বালায়। নুরু মিয়া তার সাধ্যের সীমানা জানে। সে জিবুর জন্য ফ্রক, তার মায়ের জন্য এক জোড়া জুতা আর নিজের জন্য একটা লুঙ্গি কিনে বাড়িতে ফিরল। না চাইতেই এমন আনন্দে জিবুর মুখ খুশিতে কলোই শাঁকের ডগায় শেষ বিকেলের আলোর মতো ঝলমলিয়ে উঠলো।

মুস্তফা হাবীব

শাওয়ালের প্রথম প্রহর

লেনদেন, জাবেদা ও খতিয়ানের নিরেট পৃষ্ঠা ছিঁড়ে
হিংসা লোভ, ক্রোধ এবং স্বার্থের মায়াজাল ভুলে
অপার কৌতূহলে মানুষ চোখ রাখে নিঃসীম নীলিমায়।

নিত্য দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র, রাগ বিরাগ মুছে ফেলে
প্রহর গোনে নিত্যসঙ্গী শিরীন শবনম
কখন আকাশ আলো করে হেসে উঠবি সম্প্রীতির চাঁদ।

স্বর্ণালি মেঘ ফুঁড়ে শাওয়ালের চাঁদ উঁকি দিলে
উপচে পড়ে পাড়ায় মহল্লায় আনন্দের সোরগোল
শিশু কিশোর নাচে তাক ধিনা ধিনধিন ।

আমি নাচি নিঃশব্দ আনমনে, তবে একা নই
আরো নাচে সুন্দরবনের মায়াবন বিরহী চাতক
বছর শেষে ফিরে আসে একটি অনুপম স্বর্ণালি শশী
যার রঙে রঙে সাজবে শাওয়ালের প্রথম প্রহর ।

জামান মনির

কবিতায় স্বাধীনতার সুখ

আমি মাঝে মধ্যে চড়ুইপাখি হয়ে যাই!
বিশ্বাস করুন রজনীকান্ত সেন দাদা
আপনি 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতায়
মিছেমিছেই আমাকে দোষারোপ করেছেন,
আমি বাবুইপাখিকে কখনোই বলিনি যে-
সে শিল্পের বড়াই করছে কিংবা
আমি অহংকার করিনি - অট্টালিকায় থাকি;
কবিতা হলো সত্য বলার সোচ্চার কণ্ঠ।

দেখুন সেই থেকে আমাদের সন্তানেরা
আমাকে ভুল বুঝে বড়ো হচ্ছে! যেমন
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস ভুল শিখছে।
তাই ইতিহাস নতুন করে লিখতে এলো-
ছত্রিশে জুলাই। চেতনা পালিয়ে গেলো;
বাবুই কিংবা চড়ুই পাখিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই
দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধরাও মিলেমিশে আছে;
তাই এ কবিতা - কবিতা কিংবদন্তীর কথা বলে।

রজনীকান্ত দা, আপনার স্বাধীনতার সুখ
বারবার দলিত হচ্ছে স্বৈরাচারী-ফ্যাসিস্ট দ্বারা
ওরা বড়াই করে দেশটা ওদের বাবার গড়া;
ওরা আমজনতা নামক পাখিদের কলরব
শুনতে পায় না - ওরা ক্ষমতার দম্ভে মূক-বধির।
উনিশশো একাত্তর - দুহাজার চব্বিশ একই সুর
হোক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার;
কবিতা স্বপ্ন দেখায়- ন্যায়ের প্রদীপ জ্বেলে।

আল হাফিজ

আকাশের লাল ঠোঁটে স্বর্ণালী চাঁদ

আকাশের ঠোঁটে হাঁসে স্বর্ণালী চাঁদ
পৃথিবীতে নেমে আসে আলোর ফোরাত
সিয়াম সাধনা শেষে অবশেষে ফের
প্রাণে প্রাণে বেজে ওঠে আনন্দ-ঢের

নীলিমার নীলে মিশে বাজে বাঁশি সুর
বেদনারা সরে যায় সীমানার দূর...
আরো দূরে সরে যায় হাহাকার ব্যথা
মুছে যায় যাবতীয় ভেদাভেদ প্রথা

ঘুঘু আর কোকিলের গানে মিলেমিশে
পাড়ার সকল শিশু খুঁজে পায় দিশে
নতুন জামার ঘ্রাণে ভরে যায় মন
দিকে দিকে আজ যেন তারই আয়োজন।

কত ব্যথা বেদনার পাতা খসে পড়ে
আকাশের ঠোঁটে চাঁদ জেগে উঠে নড়ে
নড়ে চড়ে বলে যায়ব্যথা ভোলা গান
বুকে বুকে জেগে উঠে আত্মার টান

ধনী আর গরিবের দূরত্ব ভুলে
কোলাকুলি করে আজ সবিনয় দুলে
সবাই আপন আজ কেউ পর নয়
এইভাবে হয় বুঝি ঈদের বিজয়

মানবপ্রেমের এই শোভা নিয়ে চাঁদ
ভেঙে দেয় যাবতীয় পাপের প্রবাদ
সকল মানুষ আজ যেন ভাই ভাই
হাসিখুশি ছাড়া কোনো দুঃখ কিছু নাই

নিজেকে বিলিয়ে যেন পাওয়া যায় সুখ
মুছে যাক পৃথিবীর সকল অসুখ
মুছে যাক হানাহানি, রাগ বিদ্বেষ
আলোক ঝর্ণাধারায় নাচুক স্বদেশ

আকাশের লাল ঠোঁটে স্বর্ণালী চাঁদ
পৃথিবীতে ঢেলে দেয় স্বপ্নের স্বাদ
সিয়াম সাধনা শেষে এই হল ঈদ
চাঁদ যেন ঢেলে দেয় নতুন তাগিদ।

নয়ন আহমেদ

এইসব ঈদ

অনেক আনন্দের মতো ফুটে উঠল ঈদ।
গাছের ফুল ফোটার চিত্রকল্পে
তোমার চুল আছড়ানোর রূপকল্পে
অথবা ঠোঁটের সহনীয় ফাল্গুনের মোটামুটি একটা আবেগে
পাতা যেভাবে তিরতির কেঁপে ওঠে কিছুটা রহস্য উপুড় করে দিয়ে
অথবা চোখের উদার আমন্ত্রণে জেগে উঠলো গভীর অনুরাগ
ঘুমের চরে যেভাবে জাগে নরম ফুল
যেভাবে শোভা পায় কোনো নাকফুল
যেভাবে পরিচ্ছন্ন হয় দিন ও রাতের পান্ডুলিপি
ঠিক এমনি করে ঈদ এলো সকল আয়োজন নিয়ে।

এই ঈদে অনেক অনেক খোঁপা বেঁধে
ফুলের সৌরভ মেখে আনন্দ বাড়াতে বাড়াতে
তুমি আর একটা ঈদ হবে
অবিকল সূর্যের মতো
আরও একটা অশ্রুমোচন হবে
একটা আটপৌরে ঈদ।
কেননা দুঃখ ও দহন মুছতে হবে আমাদের
কোনো ফাঁকফোকর রাখবো না এইসব দুঃখের
তাহলে আমরা আরো অনেক ঈদ হবো
যেভাবে রাজহংস গলা উঁচু করে শাদা পালক ছড়িয়ে দেয়ড়
যেভাবে পাখপাখালি ডানার উত্তাপ নিয়ে ঘরে ফেরে
এমনি করে ঈদ হবে তুমি আমি আমরা।

মনে করো,ধান ছড়াচ্ছে কৃষক-কিষানি।
আমরা এমন করে ছড়াবো প্রেম ও উষ্ণতার বীজ।

তাহলে এইসব খুঁটিনাটি অধ্যবসায়
এইসব সাংসারিক সূর্য
এবং অগণিত খুচরো পয়সার মতো
অথবা যাবতীয় গুল্মের মতো বাড়তে বাড়তে
ঠিক পৌঁছে যাবো নরম উত্তাপের সন্নিকটে।

একটা বোঝাপড়ার মতো ঈদ হয়ে ফুটে উঠবো কোন এক ফুল গাছে।

ফ্রক বিষয়

সজীব তাওহিদ

তোমাকে পৃষ্ঠা ভেবে ফের ওল্টাতে গিয়ে
বারবার নতমুখে ফিরে গেছি শেষে
দুপুর ঝরে গেছে সেই রাস্তায় গতকাল
কালো ওড়নায় মেঘ উড়ে গেছে দূর দেশে
তুমুল বৃষ্টি বয়ে নিয়ে বুকের ভেতর
মোমের সময় চলে গেছে হেঁটে হেঁটে
রঙঅন্ধ চোখ দেখবে না ভবিষ্যৎ তাই
পিঠের তৃষ্ণা খুইয়েছি দরজায় খিল এটে

ঘৃণায় ঘেমে ওঠা জবজবে লাল শার্ট
উড়িয়েছি মুঠোভরা অন্ত্যমিল ছেড়ে
জুতোর ফিতায় ঝুলে থাকা নীল পথ
আচ্ছন্নের মতো বলে গেল হাঁটু গেড়ে...
বয়ঃসন্ধির কনডেন্সড মিল্ক টোকরের ফুটো খসে
বাল্যকাল গিলেছি আমি ফ্রকের পরিধি চষে।

হাসান লেলিন

ঈদের ছড়া

চাঁদ উঠেছে ওই
আয় আয় ছুঁই,
ঈদ এলো ভাই
মহা খুশি জুঁই।

জুতো জামা চুড়ি
নিয়ে আয় পরি,
যার সাথে আড়ি
রাগ নাহি করি,

সব আজ মাপ
খুব খুব ভাব।

আহমেদ বেলাল

ঈদের খুশি

ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ুক
আকাশ-বাতাশ ঘিরে
ছড়িয়ে পড়ুক খুশির জোয়ার
নিরালায় সব নীড়ে।

নতুন জামায়, সূর্যি মামায়
আসুক তবে ফিরে
খোকা-খুকি, বৃদ্ধ-তরুণ
রাখুক তাকে ঘিরে,

ঈদের নামাজ, ভোরের জামাত
কোলাকুলির ছলে
পায়েশ-ফিরনির মিষ্টি গন্ধে
হৃদয় যাক না গলে।

ইয়াসমিন অজান্তা

অবাধ্য প্রেম

উঠুক নিন্দার ঝড়থথভাঙুক নীরবতা,
দুলুক দিগন্তরেখাথথথকাঁপুক আকাশগাথা।
থেমে যাক সময়ের কাঁটা-অবাধ প্রতিবাদে,
প্রেমের শপথ জাগুক জ্যোৎস্নার অবসাদে।

যদি সূর্য একদিন-অস্ত যেতে না চায়,
যদি চাঁদ আড়ালে স্বীয় রূপ মেলে নাহি গায়;
তবু আমি বলব তোমায়থথনির্ভীক ভাষায়-
তুমি-ই আমার আলো, তুমি-ই হৃদয় আশায়।

ঝড় যতই উঠুক, তোলপাড় হোক মহাবিশ্ব,
প্রেমের অগ্নিদাহ জ্বলুক বুকে নিরন্তর নিস্তব্ধ!
যত আসুক নিন্দা -যত বাঁধা করুক দোষী,
তবুও আমি বলবোথথথতোমায় ভালোবাসি।

জেগেছে এ অঙ্গে শিহরণ-বাধারা খেলুক যতোই গেম,
তোমায় পেতে মাতাল আমি-আমার অবাধ্য প্রেম।

জিল্লুর রহমান জিল্লু

ঈদ উপহার

রোজা শেষে ঈদের খুশি
উঁকি দেয় মনে,
খোকা খুকুর ঈদ উপহার
দেখায় সবার সনে।

নতুন জামা, নতুন জুতা
মেহেদী রাঙা হাত,
ঈদ আনন্দে বন্ধুর সাথে
করে মোলাকাত।

দাদা বাড়ি, নানা বাড়ি
যাবে ঈদের দিন,
সেমাই খাবে, পায়েশ খাবে
খুশিতে ভরা দিন।

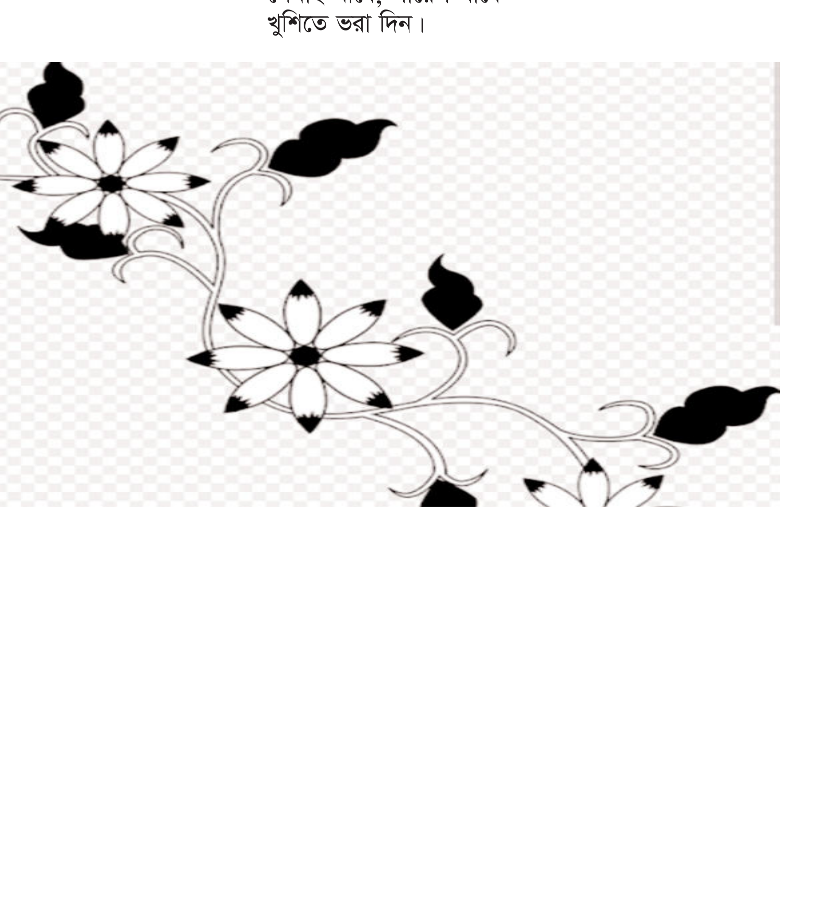

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ১৯ মার্চ ২০২৬ ॥ ০৫ চৈত্র ১৪৩২

যুদ্ধের মধ্যে রুশ তেল কিনতে এশিয়ায় কাড়াকাড়ি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ভয়াবহ সংকটে পড়েছে বিশ্ব। বিশেষ করে, এশীয় দেশগুলোর মধ্যে তেলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় রাশিয়ার তেলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ৩ এর পাতায় দেখুন

এবার ইরানের গোয়েন্দামন্ত্রীকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

কীর্তনখোলা ডেস্ক

এবার ইরানের গোয়েন্দামন্ত্রী এসমাইল খাতিবকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বুধবার (১৮ মার্চ) এ দাবি করেন। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি তেহরান। যদি এই দাবি সত্য প্রমাণিত ৩ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঈদ উপহার তুলে দেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ -কীর্তনখোলা

পটুয়াখালীর ১৮ লাখ বাসিন্দার জন্য চিকিৎসক মাত্র ১২১ জন

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর জেলা সদর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক সংকট চলছে। এখানকার প্রায় ১৮ লাখ বাসিন্দার জন্য চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র ১২১ জন। জেলাটির ২৫০ শয্যার হাসপাতালসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে চিকিৎসকের পদ রয়েছে ৩৩৩টি। গত ফেব্রুয়ারিতে এখানে ৪৪ জন নতুন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপরও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে ২১২টি চিকিৎসকের পদ। পটুয়াখালী সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ৩ হাজার ৭৭৫ জন। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য জেলা সদরে ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল, পাঁচ উপজেলায় ৫০ শয্যার পাঁচটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, একটি ৩১ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দুই উপজেলায় দুইটি ২০ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সিভিল সার্জন কার্যালয়, সদর উপজেলা কার্যালয়, একটি বক্ষব্যাধি ক্লিনিক এবং ৬২টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই সবগুলো স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কর্মরত আছেন ১২১ জন চিকিৎসক। গড়ে এখানকার প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দার বিপরীতে আছে মাত্র একজন চিকিৎসক।

৩ এর পাতায় দেখুন

ভাণ্ডারিয়ায় দুইদিনে ১৭টি চোরাই গরু উদ্ধার

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় গত দুই দিনে আন্তঃ জেলা গরু চোর চক্রের ১ নারীসহ ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ভাণ্ডারিয়া থানা পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা যায় গত ১৭ মার্চ মঙ্গলবার ৬টি চোরাই গরুসহ মোঃ কামরুল হাওলাদার ও সাইদুল আকনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার ভোর রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ভাণ্ডারিযা উপজেলার ভিটাবাড়িয়া গ্রাম থেকে ৭টি এবং কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠির জোলাগাতি গ্রাম থেকে ৪টি সহ মোট ১১ টি চোরাই গরুসহ উত্তর ভিটাবাড়িয়া গ্রামের জাকির জোমাদ্দার এর ছেলে মো শামীম জোমাদ্দার (২৭), কাউখালী উপজেলার জোলাগাতি গ্রামের মৃত ইংগুল উদ্দিন আকন এর ছেলে মো. বেলায়েত আকন (৫০), ভাণ্ডারিয়ার ভিটবাড়িয়া গ্রামের হারুন বয়াতির স্ত্রী তাছলিমা বেগম (৪৮) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভাণ্ডারিয়া থানার ওসি (তদন্ত) রত্নেশ্বর কুমার মন্ডল বলেন, গ্রেফতারকৃতরা আন্তজেলা গরু চোর চক্রের সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানো হবে। এ অভিযানের ফলে পিরোজপুর, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলায় গরু চুরি কমে আসবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঘরমুখো দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ঢল বাসেই ভরসা বরিশালগামীদের

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে রাজধানীজুড়ে এখন একটাই দৃশ্য- ঘরে ফেরার তাড়াহুড়া। এই চিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বরিশাল বিভাগের যাত্রীদের মধ্যে। বুধবার (১৮ মার্চ) সকাল থেকেই ঢাকার দোলাইরপাড়, যাত্রাবাড়ীসহ বিভিন্ন বাস কাউন্টার এলাকায় দেখা গেছে উপচে পড়া ভিড়। পরিবার-পরিজন, ব্যাগ-বোঝাই মালামাল আর শিশুদের নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হতে অপেক্ষা করছেন হাজারো মানুষ। গত কয়েক বছরে দক্ষিণাঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে পদ্মা সেতু। আগে যেখানে বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা বা ঝালকাঠির মতো জেলাগুলোতে যেতে লঞ্চই ছিল প্রধান ভরসা, এখন সেই চিত্র বদলে গেছে। বাসেই এখন সবচেয়ে দ্রুত ৩ এর পাতায় দেখুন

বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নমুনা সংগ্রহকারী গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

গোপালগঞ্জে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায়ে দুদকের মামলায় বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নমুনা সংগ্রহকারী দিদারুল ইসলাম হাওলাদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার কোটালীপাড়া উপজেলার চিতশী গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কোটালীপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ রিয়াদ মাহমুদ জানান, দুদকের একটি মামলায় বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নমুনা সংগ্রহকারী দিদারুল ইসলাম হাওলাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। সে ভিত্তিতে বুধবার চিতশী গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে ৩ এর পাতায় দেখুন

মুলাদী উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

মুলাদী প্রতিনিধি

মুলাদী উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল ২৮শে রমজান, রোজ বুধবার আসর বাদ মুলাদী উপজেলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুলাদী উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি ও দৈনিক আমার দেশ মুলাদী উপজেলা প্রতিনিধি মোঃ মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম সিকদারের পরিচালনায় ইফতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুলাদী উপজেলা সাংবাদিক ইউনিনের উপদেষ্টা ও বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির ১নং সদস্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ছত্তার খান। প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে ৩ এর পাতায় দেখুন

'ধর্মীয় নেতাদের মর্যাদা দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী সম্মানি ভাতার ব্যবস্থা করেছেন'

কলাপাড়া প্রতিনিধি

পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া-রাঙ্গাবালী) আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, ' সংসদ সদস্য পদ কোন ক্ষমতা নয়, এটা দায়িত্ব। মূলতঃ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনসহ ধর্মীয় নেতাদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সম্মানি ভাতার ব্যবস্থা করেছেন।' তিনি আরো বলেন, ' এবারের রাজনীতি ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে এগিয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি'র দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত-১৫

কলাপাড়া প্রতিনিধি

সরকারি খালে মাছ ধরতে বাঁধা দেয়ার ঘটনায় বিএনপি'র দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের প্রায় ১৫ জন আহত হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন। বুধবার সকাল ১১ টায় রাঙ্গাবালী উপজেলার চালিতাবুনিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে। আহত বিএনপি নেতা স্বপন গাজী বলেন, ডোসের খাল, গাজীর খাল, সুলিজ খাল এ তিনটি খালকে মাননীয় এমপি মহোদয় উন্মুক্ত ঘোষনা করেন। এতে কৃষক ও জেলেদের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। ওই খালের পানি মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে এবং জেলেরা মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তবে, ওই জেলেদের কাছে বিএনপি নেতা হানিফ গাজী, বাচ্চু গাজী, আবুবক্কর গাজী, তুহিন গাজী সহ আরো অনেকে চাঁদা দাবি করে। আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং সাধারন কৃষক ও জেলেদের পাশে দাড়াই। এ কারনে তারা আমাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে স্বপন গাজী, জসিম গাজী, রুবেল মৃধা, শহিদুল গাজী, হান্নান মৃধা সহ ১২ জন আহত হয়। আমরা এর সুষ্ঠ তদন্ত সহ বিচারের দাবি জানাই। অপর বিএনপি নেতা বাচ্চু গাজী জানান, চাঁদা দাবির অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যে। তারা ১০০ থেকে ১৫০ জন বাজারে এসে আমাদের উপর হামলা চালালে উভয়ের মধ্যে সংর্ঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাঙ্গাবালী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, ঘটনা স্থানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে পরবর্তি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মোস্তাফিজুর রহমান-কীর্তনখোলা

ঈদ সামগ্রী বিতরণ করলেন ডাঃ গোলাম মোর্শেদ সজীব

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার স্বাস্থ্য ও প: প: কমপ্লেক্স কর্মকর্তা ডাঃ গোলাম মোর্শেদ সজিব দীর্ঘ ১ মাস সিয়াম সাধনার পরে এলো খুশির ঈদুল ফিতর কে সামনে রেখে সকলের মাঝে হাসি ফুটানোর লক্ষ্যে এবং কাঁদে কাঁধ মিলিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সকল শ্রেণীর মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করলেন যাকে এক নামেই চিনেন সে হলো গরীবের ডাক্তার নামে পরিচিত উপজেলাবাসি সহ সকল দুর দুরান্ত থেকে আশা রোগীরা পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে উপজেলার আশেপাশের কিছু অসহায় দরিদ্রদের হাতে দিয়েছেন ঈদ সামগ্রী, যাহা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন যে আমাদেরকে সম্মান জানিয়েছে সেই ব্যক্তি হলেন গরিবের ডাক্তার গোলাম মোর্শেদ সজিব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্মকর্তা তবে এর আগে বহুদিন রয়েছে কিন্তু কোন কর্মকর্তা এভাবে অসহায়দের মাঝে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কিনা তাহা কেহই বলতে পারেন না তবে গোলাম মোর্শেদ সজিব আপনি এ স্থানে আসার পর থেকে আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যে ঈদ সমগ্রী দিয়েছেন।

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com